নূরের মজলিস

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম ﷺ

পেনফিল্ড
পা ব লি কে শ ন

বই	নূরের মজলিস
মূল	শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম ﵀
অনুবাদ	তাইব হোসেন
ভাষা সম্পাদনা	জাবির মাহমুদ, শাকির মাহমুদ সাফাত
শারয়ী সম্পাদনা	উস্তায শাইখুল ইসলাম

একটি মূলনীতি

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ একটি মূলনীতিতে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যদি কোনো মানুষের নেক আমল ও সামাজিক উপকারিতা খুব বেশি হয়; তাহলে তাকে এমন বিষয়েও ক্ষমা করা হবে—যে বিষয়ে হয়তো অন্যদের ক্ষমা করা হয় না। আর তার এমন কিছু ভুলও উপেক্ষা করা হবে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে করা হবে না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

'পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তাকে কোনোকিছুই
অপবিত্র করে না।'[১৬]

অনেক পানিতে অল্প নাপাকি পড়লে এই নাপাকি পানিকে প্রভাবিত করে না। আর এই পানি অযু ও গোসলে ব্যবহারও করা যাবে। একইভাবে মানুষের ভালো কাজ প্রচুর হলে তার কিছু বাজে কাজের ব্যাপারেও চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। এগুলো তার সমুদ্রসম ভালো কাজের ভেতরই ডুবে যাবে। এজন্যই উমার রদিয়াল্লাহু আনহু যখন হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রদিয়াল্লাহু আনহুর[১৭] ওপর রাগে ফেটে পড়ে বলেছিলেন—

---

১৬. সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাবুত তাহারাহ ওয়া সুনানিহা : ৫১৭, হাদিসটির সনদ সহিহ।

→ কুল্লা হলো মাটির তৈরি এক ধরনের পানির পাত্র। তৎকালীন সময়ে আরবরা ব্যবহার করতো এটি। কালের পরিবর্তনে এর ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এবং হাদিসে উল্লেখ থাকায় এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। দুই কুল্লা কতটুকু পানি ধারণ করে এই ব্যাপারে প্রসিদ্ধ তিনটি মত রয়েছে। বর্তমান প্রচলিত পরিমাপে ৩০৭ লিটার, ২৭০ লিটার এবং প্রায় ১৬০ লিটার ৫০০ গ্রাম সমপরিমাণ। —শারয়ী সম্পাদক

১৭. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতিটা খুবই গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করছিলেন। এদিকে সাহাবি হাতিবের পরিবার ছিল মক্কায়। তারা মক্কার স্থানীয় কেউ ছিলেন না। তাই মুসলিমদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর

পশ্চিমে বসবাস

পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। এইযে চার্চ, কল্পনা করুন, কিছু জায়গায় মহিলা মহিলাকে, পুরুষ পুরষকে বিয়ে করবে। কেমন নোংরামো, দেখুন! সাইয়িদ কুতুব[২০] তার 'أمريكا التي رأيت' বইয়ে উল্লেখ করেছেন, অবিবাহিত তরুণসম্প্রদায় মেয়েবন্ধুদের সাথে দেখা করতে চাইলে চার্চে দেখা করে। বইটি ছাপা হয়নি। শোনা যায়, আমেরিকান দূতাবাস প্রিন্টিং প্রেস থেকে চুরি করে পুড়িয়ে ফেলে বইটি।

নোংরা ও নষ্ট সমাজ। এজন্যই কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা উচিত। শরিয়াহ-অনুযায়ী এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের সাথে বসবসাস না করাটাই কাম্য। যুক্তি আর আবেগের দাবিও এটাই। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

---

২০. সাইয়িদ ইবরাহীম হুসাইন কুতুব। [৯ অক্টোবর, ১৯০৬–২৯ আগস্ট, ১৯৬৬ ঈসায়ী] মিশরীয় আলিম, সাহিত্যিক ও দায়ি। প্রথম জীবনে ছিলেন সংস্কৃতিমনা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বহমানতায় জীবন বয়ে গেছে। পড়ালেখার সুবাদে থাকতেন আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ফিরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। সাইয়িদ কুতুবের কিছু রচনা এমনও আছে, আহলুস সুন্নাহর সাথে যেগুলো সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে কিছু রচনা। একটা সময় তিনি ইখওয়ানের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়েও আসেন। পেশ করতে থাকেন ইসলামের আদি ও আসল বয়ান। ব্যাপক পরিবর্তন আসে তার চিন্তাধারায়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মানহাজের সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লিখেন 'মাআলিম ফিত-তারিক'। মূলত এই বইয়ের জন্যই তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল। যদিও তিনি তার আগের সেই বিতর্কিত বইটার আপত্তিজনক অংশ সরিয়ে দেন। ফল হয়নি কোনো। ১৯৬৬ সালে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। রহিমাহুল্লাহ। বিস্তারিত জানতে দেখুন : 'সত্যায়ন প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত লেখকের ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি বইয়ের লেখক পরিচিতি অংশ।—অনুবাদক

যেতেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো পবিত্র, পরিশুদ্ধ। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানিত সন্তানের সম্মানিত সন্তান যিনি, তারও সম্মানিত সন্তান।[২৪] তো, এটা কীভাবে সম্ভব যে একটা সাধারণ ছেলে ঝুঁকে পড়বে না?

ইসলামি আন্দোলনের একটা ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি ব্রিটেনে মেডিসিন পড়ার জন্য এক পরিবারের সাথে থাকি। আমার জন্য কি এটা জায়িয?' সে একা, সাথে স্ত্রী নেই।

আমি বললাম, 'না। এটা তোমার জন্য জায়িয নয়। তোমার বাসার পরিবেশ কেমন?'

সে জবাব দিলো—আমি একটি রুমে তাদের সাথে একই অ্যাপার্টমেন্টে পরিবারের মতো থাকি।

জিজ্ঞেস করলাম, রান্নাঘর?

সে জবাবে বলল—আমরা একই রান্নাঘর ব্যবহার করি; সেই সাথে একই বাথরুম ও টয়লেট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার স্বামী কি লম্বা সময়ের জন্য বাইরে থাকে?

সে জবাব দিলো, সে মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে রাত কাটায়।

বললাম, তুমি আর সে একই বাড়িতে একাকী থাকো?

তার জবাব ছিল—হ্যাঁ।

তাকে বললাম—এটা তোমার জন্য জায়িয নয়, জায়িয নয়, জায়িয নয়।

সে বলল, কেন? আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। মুসলিম ডাক্তার হতে চাই!

---

২৪. বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে—

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلاَمُ

'যিনি সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানিত সন্তানের সম্মানিত সন্তান, তারও সম্মানিত সন্তান—ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম।' [সহিহুল বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া : ৩৩৯০] –অনুবাদক

কারও অনুগ্রহ নয়

কেউ যেন তাকে অনুগ্রহ না করতে পারে, সেজন্য ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ কারও থেকে কোনো উপহারই গ্রহণ করতেন না। শাসকদের উপহারও ফিরিয়ে দিতেন। মানুষ তাকে উপহার দিতে ঠিকই পছন্দ করতো। একবার তিনি তার এক ছেলেকে একটুকরো রুটি আনতে বাজারে পাঠান। রুটিওয়ালা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের ছেলে। রুটিওয়ালা রুটির পরিবর্তে ব্যাগে সোনা-রূপা ভরে দেয়। ইমাম আহমাদ ব্যাগ খুলে দেখেন, ব্যাগভর্তি সোনা-রূপা। ছেলেকে বলেন—আবার তার কাছে যাও। রুটিওয়ালাকে ব্যাগ ফেরত দিলে সে তাকে ডেকে বলে—দাঁড়াও ভাই, যে রুটির জন্য এক দিরহাম দিয়েছিলে অন্তত সে রুটিটা নিয়ে যাও! ইমাম আহমাদের ছেলে বলে—বাবা সবকিছুই ফেরত দিতে বলেছেন।

মানুষের ইচ্ছা, তারা যদি কিছু উপহার দিতে পারত তাকে! কিন্তু তিনি এমন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সম্মানিত ছিলেন; যেমনটা বলেছেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

‘তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।’[২৬]

খলকে কুরআনের পরীক্ষা আসে এরপর।[২৭] মামুন এই আকিদা গ্রহণ করে নেয়।

---

২৬. সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাবুয যুহদ : ৪১০২

২৭. কুরআন সৃষ্ট কি সৃষ্ট না বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার অবতারণা করে মুতাযিলারা। এদের

হৃদয়ের অন্ধত্ব

আপনি আল্লাহর সাথে এমনভাবে আচরণ করছেন, যেন কোনো শিশুর সাথে খেলাধুলা করছেন। আইয়ুব আস সাখতিয়ানী বলেছেন—তারা আল্লাহর সাথে চালাকি করার চেষ্টা করে, যেন ছোটো বাচ্চাদের সাথে চালাকি করছে। যেন-বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বুঝতেই পারছেন না কিছু।

প্রায়ই আমি এই আয়াতে এসে থেমে যাই—

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

'তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসে গেছে। এখন যে দেখবে, তার উপকার হবে। আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে, ক্ষতি তার। আমি তো আর তোমাদের প্রহরী নই।'[৬৫]

আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এসব মুনাফিকের হৃদয় এত অন্ধ কেন? অথচ তাদের সাথে রসুল ছিলেন! কুরআনের আলো ছিল! মুনাফিকদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাদের চোখ কীভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে অথচ নবীজির ওপর ওহি নাজিল হচ্ছিল? আর তারা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাপ্য মর্যাদাটুকুও দেয়নি। তাদের হৃদয়ের অন্ধত্বই এর একমাত্র কারণ। আল্লাহর কাছে এথেকে আশ্রয় চাই।

অন্তর কীভাবে অন্ধ হতে পারে? অন্ধত্ব কীভাবে গ্রাস করতে পারে অন্তরকে? সীমাহীন পাপই এর কারণ। শুরুটা হয় ছোটো পাপ দিয়ে। সে ছোটো পাপ নিয়ে

৬৫. সূরা আনআম, আয়াত : ১০৪

প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ

খাবারের সময়েও প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করুন। নাফ্‌স কখনো সন্তুষ্ট হবে না। প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করা সেই তৃষ্ণার্তকে সন্তুষ্ট করার মতো, যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি খাচ্ছে আর তার তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে।

রোমানরা সব ধরনের খাবার ও মিষ্টান্ন এতই খেত যে, তারা খাবারে আর তৃপ্তি পেত না। তারা উপবাস করতো যেন আবার খাবারে স্বাদ অনুভব করতে পারে। একইভাবে তারা এতই যৌনতায় লিপ্ত থাকত যে, একপর্যায়ে মহিলাদের প্রতি ঘৃণা চলে আসত তাদের। এজন্য শহরের দূরে চলে যেত। মহিলাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাকত।

ইউরোপীয়রাই যৌনতার দরজা যত দূর পারে খুলে দিয়েছে। ফলে খাবার, পানীয় ও অক্সিজেনের মতো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে যৌনতাও। এখন তারা অন্তহীন ধর্ষণ, যৌনরোগ ইত্যাদি সমস্যা প্রত্যক্ষ করছে। এর কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তিকে কখনোই সন্তুষ্ট করা যাবে না। যখনই একে পুষ্ট করতে যাবেন, আরও ক্ষুধার্ত হয়ে উঠবে।

জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু একবার বাজারে যাচ্ছিলেন। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো, জাবির?' তিনি বললেন—মাংস খেতে মন চাচ্ছে, তাই এক দিরহাম দিয়ে কিছু মাংস কিনতে যাচ্ছি। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, 'জাবির, কোনো কিছুর জন্য মন চাইলেই কি তুমি সেটা কিনতে যাও?'[৭৬]

একবার উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে কিছু খাবার পরিবেশন করা হলে

---

৭৬. ইমাম ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মিনাহুল মারইয়্যাহ, খণ্ড :৩, পৃষ্ঠা : ২০২। –শারয়ী সম্পাদক

তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—আমিরুল মুমিনিন, কাঁদছেন কেন?

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—আমার ভয় হচ্ছে, বিচারদিবসে হয়তো আমাকে বলা হবে—

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

‘আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, তাদের বলা হবে “তোমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ-সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ, সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে জমিনে অহংকার ও নাফরমানি করতে, এর প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদের অপমানজনক আজাব দেওয়া হবে।’[৭৭,৭৮]

সবারই উচিত পার্থিব ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকা, নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। প্রবৃত্তি ও কামনাবাসনার ওপর বিজয়ী হওয়া ছাড়া আত্মার উৎকর্ষসাধন কখনোই সম্ভব নয়। প্রবৃত্তির হাতে বন্দি আত্মা ময়দানের শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই আল্লাহর পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইলে নিজেকে ধরে রাখুন।

দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের ইলম মানে আচার-ব্যবহারের জ্ঞান (সুলুক) বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই ইলম হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ, কোনো মুরব্বি নেই। আদব-আখলাক, আত্মার পরিচর্যা ও তরবিয়াতের জ্ঞান আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো কলেজেও শিক্ষা দেওয়া হয় না।

---

৭৭. সূরা আহকাফ, আয়াত : ২০

৭৮. এ-আয়াতের তাফসিরে উল্লিখিত মর্মে ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ *‘আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন’*-এ একটি বর্ণনা এনেছেন। তাফসিরুল কুরতুবী, খণ্ড : ১৬; পৃষ্ঠা : ২০১। শাইখ আযযাম রহিমাহুল্লাহর বর্ণনার সাথে এই বর্ণনার কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মর্ম প্রায় কাছাকাছি। –ভাষা সম্পাদক

'খলকুল কুরআন' আকিদার পক্ষে ফাতওয়া প্রদানের জন্য যখন জালিমরা ইমাম আহমাদকে চাবুক মারতে প্রস্তুত করছিল, তখন মাররুযী তার কাছে গিয়ে বললেন, 'হে উস্তায, আল্লাহ বলেছেন—তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না।[৮৭] এই লোকেরা তো আপনাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করছে।'(অর্থাৎ আপনি তো এই লোকদের কথা মেনে না নিয়ে প্রকারন্তরে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন)

তিনি জবাব দিলেন—'মাররুযী, জেলখানার বাইরে গিয়ে দেখে আমাকে জানাও তো, কী দেখেছ।' তিনি বাইরে গিয়ে দেখলেন হাজার হাজার লোক কাগজ-কলম নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি তাদের বললেন, 'আপনারা কী চান?' তাদের জবাব—আমরা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছি। মাররুযী ফিরে গিয়ে যা দেখেছেন, তা বলার পর ইমাম আহমাদ বললেন—মাররুযী, তুমি যে লোকগুলো দেখে আসলে, তাদের গোমরাহ করার চেয়ে আমার কাছে নিজের মৃত্যুই বেশি প্রিয়।[৮৮]

সাইয়িদ কুতুব বলতেন, আকিদাহর ক্ষেত্রে তাওরিয়া বৈধ নয়। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল, যাদেরকে সর্বসাধারণ অনুসরণ করে কুফরি শব্দ উচ্চারণও জায়িয নয় তাদের জন্য। জাহিলিয়্যাহ, সমাজতন্ত্র[৮৯],

---

মাখলুক, সে কাফির।' [ইমাম লালাকায়ি, শারহু উসুলিল ইদিকাদ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৭৮; বর্ণনা : ৪১৯] –শারয়ী সম্পাদক

৮৭. আল্লাহ তাআলা বলেন, 'وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ'—'তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।' [সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৯৫] –অনুবাদক

৮৮. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহর এই ঘটনাটি আহলুস সুন্নাহর ইতিহাসের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। একাধিক সূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে এ-মর্মে বর্নিত হয়েছে। যেমন—ইবনুল জাওযী, মানাকিবু ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা : ১/৪৪৫-৪৪৬। আর এই মাররুযী হলেন ইমাম আবু বাকর আল মাররুযী। ইন্তিকালের পর তিনিই ইমামু আহলিস-সুন্নাহ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের চোখ বন্ধ করে দেন এবং নিজ হাতে তার গোসল সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাদের দুজনের ওপরেই রহমাত বর্ষণ করুন। –ভাষা সম্পাদক

৮৯. জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ, যেখানে জাতিকে মানবসমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়।—উইকিপিডিয়া।

মূলত জাতীয়তাবাদীরা ভাষা কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সম্পর্কের ধরণ নির্ধারণ করে। দ্বীন-ধর্ম এদের কাছে কোনোকিছুর মাপকাঠি হতে পারে না। ইসলামের 'আল-ওয়ালা